অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থভাগ { ৫ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১২৭৮ সাল ১৮ মে ১৮৭১ খৃঃঅব্দ } ৪ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার

গ্রাহক মহাশয় দিগের নিকট একটী নিবেদন। অদ্য কলিকাতা হইতে আমাদের নূতন অক্ষর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই অক্ষর ঘরে ঘরে বিলি করিতে প্রায় এক সপ্তাহ কাল লাগিবে। এ মফস্বল জায়গা, এখানে ঠিকা লোক পাওয়া যায় না, সুতরাং আগামী সপ্তাহে আমরা কাগজ বাহির করিতে পারি কি না সন্দেহ স্থল। ফল আমরা যত্নের ত্রুটী করিব না, তবে একান্ত যদি পারিয়া না উঠি, গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া মাপ করিবেন। তাহাদের সন্তোষার্থে কেবল আমরা ইহাই বলিতে চাহি যে, খারাপ ছাপার দরুন তাহাদিগের সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে আর কষ্ট পাইতে হইবেনা।

কিছু দিন হইল, মার রিবার্ড টেম্পলের কয়েক খানা গবর্ণমেণ্ট নোট চুরি যায়। তিনি তাহার খানসামাকে চৌর সাব্যস্ত করিয়া তাহার নামে নালিশ করেন ও হলবান এজাহার দ্বারা বেচারীকে দোষী সপ্রমাণ করিয়া তাহাকে ফাটকে দেন। কিছু দিন পরে প্রকাশ পাইল যে তাহার আদবে নোট চুরি হয় নাই। সম্প্রতি আবার এই রূপ একটি ঘটনা হইয়াছে। মিসেস প্লোডেনের একটি অঙ্গুরীয় হারাইয়া যায়। তাহার আয়াকে সন্দেহ করিয়া ডেঃ মাজিষ্ট্রেট আবদুল লতিবের নিকট তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। পুলিশ ইনস্পেক্টর রিড সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করান ও মৌলবী ছাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহাকে এক বৎসর কারারুদ্ধ করেন। এক্ষণ উক্ত অঙ্গুরীয় মিসেস প্লোডেনের বাক্সের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর আয়াকে খালাস দিতে আদেশ দিয়াছেন, কিন্তু সে বেচারী যে এই কত দিন ফাটক খাটিল তাহার ক্ষতি পুরণ করে কে?

ককেসাস নিবাসী প্রসিদ্ধ যোদ্ধা সামীলের মৃত্যু হইয়াছে! ইনি সাহস ও অধ্যাবসায়ের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত ইনি রুসিয়ান দিগের সহিত সংগ্রাম করেন ও বরাবরি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আসিয়াছেন। রুসিয়ানেরা যত বার পরাস্ত হইয়াছে, তত বার দ্বিগুণতর সৈন্য সামন্ত লইয়া ককেসাস আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু সামীলের বুদ্ধির নিকট তাহাদের প্রতিবার লজ্জা পাইয়া আসিতে হইয়াছে। যে রুসিয়ানেরা কাহাকেও গ্রাহ্য করে নাই, যাহাদের রাজ নৈতিক কৌশল চির প্রসিদ্ধ, তাহাদিগের লক্ষ লক্ষ সেনা এই বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হত হইতে হইয়াছে এবং ককেসাস রুসিয়ার এত নিকটবর্ত্তি থাকাতেও উহা দর্পের সহিত নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। সামীলের ন্যায় লোক পৃথিবীতে অতি কম জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অতিশয় মিতপেয়ী ও সবলকায় ছিলেন। ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমে ইনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

জোজেফ মিরিটেলো নামক জনৈক সিসিলিয়ান খৃষ্ট ধর্ম্ম যাজক, বহুকাল পরিশ্রম করিয়া জাম হইতে সুরা প্রস্তুত করা আবিস্কার করিয়াছেন। অনেক প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করিয়া কহিয়াছেন, ইহা আমাশয় ও পেটের পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই সুরা খুব সুস্বাদ বিশিষ্ট। যাহা হউক, যাজক মহাশয় যাজকতা দ্বারা লোকের উপকার করিতে পারুন না পারুন, মদ্য পায়ীদের বড় উপকার করিলেন।

এ দেশীয় ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ মাঝে মাঝে বলিয়া থাকেন যে তাহারা যত কম বেতনে খাটেন এরূপ আর কোন দেশে নাই। কিন্তু ইংরেজী পত্র পাঠে জানা যায় যে ইংলণ্ডের পোনর জন মন্ত্রির সর্ব্ব সাকুল্য বার্ষিক বেতন ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে লর্ড চান্সেলারের বেতন এক লক্ষ, অর্থাৎ মান্দ্রাজের গবর্ণরের বেতন হইতেও কম, আর বঁক্রি চৌদ্দ জনের কাহারো কাহারো বেতন বার্ষিক কুড়ি হাজার অর্থাৎ মফস্বলের জজের বেতন হইতে কম। আমাদের এখানকার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষের টাকা গুলি নিজ হস্তে পাইয়া ভাগ যোগ করিয়া লয়েন, আর তাহার ফল হয় কি না নূতন নূতন ট্যাকসের সৃষ্টি, কম বেতন পাওয়াতে আমলারা ঘুসখোর হয়, শিক্ষকেরা উপবাসী থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুন্দর রূপ করিতে পারে না, ও কাজেই দেশের মহা অনিষ্ট হয়।

রবার্ট ষ্টিফিন্সন সাহেব তাহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থে যত মৃত্তিকা খনন করা হইয়াছে, তাহা যদি এক স্থানে স্তূপাকার করা যায়, তবে একটী দেড় মাইলের অধিক বিস্তৃত ও প্রায় এক মাইল উচ্চ একটী পর্ব্বতের মত হয়। লৌহ বত্ম সংযোগ ও দৃঢ় রূপে মৃত্তিকায় সংস্লিষ্ট করিবার জন্য প্রত্যেক ৫।৬ হাজার একার ভূমির গাছড়া ও ৩।৪ লক্ষ বৃহৎ বৃক্ষ ছেদন করা হয়। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ৪।৫ টন কয়লা ও প্রায় ২৩ টন জল বাষ্পে পরিণত করা হয়। প্রত্যেক সেকেনে সহস্র লোক ৩। মাইল হিসাবে ভ্রমণ করে। ১৮৬১ অব্দে সম্বৎসরে চারি কোটি ট্রেন সমস্ত ব্রিটেনে চালিত হয় প্রায় সাড়ে দশ কোটি মাইল পথ পরিভ্রমণ করে। এই চারি কোটি ট্রেনের মধ্যে ১৯০৭০৬৯ খানা ইংলণ্ডের, ২৭৫৮১৫ স্কট লণ্ডের এবং ১৭৪৪৫ খানা আয়ারলণ্ডের। এই সেলওয়েতে প্রায় সাড়ে শোতরো কোটি যাত্রী গমনাগমন করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মালের গাড়ী আছে।

ন্যাসনাল পেপার কর্ত্তৃক বিস্তর কাজ হইতেছে। সম্প্রতি এই পত্রিকার আশ্রিত সভায় বাবু সীতা নাথ ঘোষ বাঙ্গালায় একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। প্রস্তাব বিদ্যুৎ প্রস্তাব পাঠক পরীক্ষা দ্বারা উপস্থিত সভ্য গণকে কতক গুলি কৌতুহল জনক বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন করান। বাঙ্গালায় বিজ্ঞান লেখা কঠিন ও শুনিলাম সীতানাথ বাবু শব্দ যোজনায় পারদর্শিতা ও দেখাইয়াছেন। প্রস্তাব পাঠক কলেজে না পড়িয়া নিজ যত্নে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন। ও তাহার মন বিজ্ঞানে নিতান্ত রত। এই সমুদায় লোক বাছিয়া বাহির করা ও তাহাদিগের উৎসাহ দেওয়া ন্যাসনাল পেপারের একটী প্রধান কাজ। অপর সীতানাথ শীলারি দিগের কথা প্রস্তাবে উত্থাপিত করেন। আমাদের দেশে এক জাতি আছে, তাহারা শস্য শীলা হইতে রক্ষা করেও তাহাদিগকে শীলারি বলে। ইহারা কি অদ্ভুত বলে ভূমিতে শীলা পড়িতে দেয় না, গ্রামান্তরে দূর করিয়া দেয়। নিতান্ত তাহা না পরে তাহাদের অদ্ভুত ক্ষমতায় শীলা সমুদায় ভূমির আলিতে পড়ে মধ্যে পড়েনা। এবিষয়ে কিছু কাল হইল আমরা একটী প্রস্তাব লিখি, কিন্তু কেহ তাহাতে দৃক পাত করেন না, ও বোধ হয় কেহ বিশ্বাস করেন নাই, বিশ্বাস না করিবারি কথা, কিন্তু আশ্চর্য্য এই শত শত বুদ্ধিমান লোকে স্বচক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

কৃষি সভা।

যাঁহাদের ভূসম্পত্তি আছে, বাটী বসিয়া অন্যের দ্বারস্থ না হইয়া অনায়াসে আপনার ও পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে পারেন তাঁহাদিগকে একটী সংবাদ দি। সাতথীরার বাবু মহেন্দ্র নাথ চৌধুরী একটী কৃষি সভা করিয়াছেন। সাতথীরা অতি কদর্য্য স্থান, বিলের মধ্যে। ভূমি অতিশয় নিম্ন ও পূর্ব্বে সেখানে ধান্য ব্যতীত অন্য কিছু জন্মিত না, কিন্তু মহেন্দ্র বাবুর পিতা বাবু দেবনাথ চৌধুরীর যত্নে সাতথীরা এখন অন্য রূপ ধারণ করিয়াছে। দেবনাথ বাবু চিন্তাশীল, স্রষ্ট, ও বিজ্ঞানপ্রিয়, তাঁহার অনেককীর্ত্তি আছে, তিনি এপর্য্যন্ত কত নূতন নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন সে সমুদায় এ প্রস্তাবে লেখার উদ্দেশ্য নাই, সুবিধা হয় পরে লিখিব, কৃষি সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার যৎকিঞ্চিৎ অদ্য লিখিব। সাতথীরায় এখন মোটা চাউল পাইবার যো নাই। চেষ্টা করিয়া, অর্থ দিয়াও সংগ্রহ করা কষ্ট, অথচ পূর্ব্বে সেখানে সূক্ষ্ম তণ্ডুল কেহ চক্ষে দেখিতে পাইত না, এমন কি সাতথীরার কিঞ্চিৎ দূরে চতুপার্শ্বে অদ্যাপি সূক্ষ্ম তণ্ডুলে ভদ্র লোক পর্য্যন্ত আহার করিতে পারেন না। সাতথীরায় পূর্ব্বে মোটে ডালিম পাওয়া যাইত না, এখন সাতথীরায় উহার অভাব নাই। এই রূপ উত্তমোত্তম ফল, পুষ্প দ্বারা দেবনাথ বাবু ওঅঞ্চল শোভিত ও ধনবান করিয়াছেন। খাল কাটীয়া যাতায়াতের সুবিধা ও বিল উঠিত করিয়াছেন। স্থূল কথা দেবনাথ বাবু কৃষি সম্বন্ধে যতটুক উন্নতি করিয়াছেন এত আর কোন জমিদারে করেন নাই। গবর্ণমেণ্টের দেবনাথ বাবুকে ধন্য বাদ করা কর্ত্তব্য ও অন্যান্য জমিদারের তাঁহাকে অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গলা কৃষিপ্রধান স্থান ও বাঙ্গালির কৃষি ব্যতীত আর উপায় নাই। বানিজ্য ও চাকুরী ইংরাজ দিগের হাতে, সে দিকে আমাদের হাত বাড়াইবার যো নাই, আমাদের একমাত্র অবলম্বন কৃষি। আর এই শাস্ত্রের উন্নতি জমিদার গণ কেবল করিতে পারেন।

মহেন্দ্র বাবু কি প্রণালীতে সভা চালাইবেন তাহা জানিনা, কিন্তু সচরাচর কৃষি সভার দ্বারা এই কার্য্য কয়েকটী সাধিত হইয়া থাকে। নূতন শস্য, ফল ইত্যাদি প্রচার করা, উৎপন্নের গড় পড়তা বৃদ্ধি করা ও পতিত অকর্ম্মণ্য ভূমি কৃষি উপযোগী করা। প্রথমটী সম্পূর্ণ রূপে, দ্বিতীয়টী কিঞ্চিৎ পরিমাণে একটী মেলার দ্বারা হইতে পারে। উৎপন্নের গড় পড়তা বৃদ্ধি করিতে হইলে সভার অধীনে একটী কি দুইটী বৃহৎ ক্ষেত্র রাখিতে হয়। এই ক্ষেত্র সভ্য গণ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে কিরূপ মাটীতে কোন ফসল ভাল, কোন কালের কি সার উপযুক্ত। এরূপ পরীক্ষার বিষয় অনেক আছে। আমাদের দেশে কৃষির অতি আদিম অবস্থা, সুতরাং সুবিজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক এই শাস্ত্রের অদ্যাপি পরীক্ষা কি উন্নতি আদবে হয় নাই। কৃষি সভায় এই কয়েকটী বিষয় বিশেষ দ্রষ্টব্য। আমাদের দেশের বলদের অবস্থা অতি মন্দ, ইহারা কি প্রকারে বলিষ্ঠ হইতে পারে। কৃষি কর্ম্মে আমাদের যন্ত্র ব্যবহার করা প্রায় হয় না, আর যে সমুদয় যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি সে এরূপ কদর্য্য জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য যে তাহা দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইবারো সম্ভাবনা নাই। এই সমুদায় যন্ত্র যে রূপ কর্ম্মোপযোগী হইবে সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মূল্য কম হওয়া উচিত। বিলাতের যন্ত্র সমুদায় অধিক মূল্যবান বলিয়াই এদেশে প্রচার হয় না।

কৃষি সভার আর একটী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য স্থানে কোন ফসলের পরে কোন ফসল করিতে হইবে তাহার নিয়ম আছে ও সেই রূপ করিলে নাকি উৎপন্নও অধিক হয় ও ভূমির অবস্থা ভাল থাকে। তাঁহারা বলেন সকল বৃক্ষ ভূমি হইতে আহার লয় ও মলত্যাগ করে ও সকল বৃক্ষের আহার এক রূপ নয় ও মলও এক রূপ নয়, এমন কি কোন কোন বৃক্ষের মল অন্য বৃক্ষের আহার। ইহা যদি সত্য হয় তবে পরীক্ষা করিলে জানা যাইবে যে কোন শস্যের পরে কোন শস্য রোপণ করিতে পারিলে অধিক উৎপন্ন হইবার ও জমির অবস্থা ভাল থাকার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে ইহা অদ্যাপ পরীক্ষিত হয় নাই। যিনি এইটী পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার করিতে পারিবেন তিনি দেশের মহা উপকার করিবেন।

ডাকক্তারী চিকিৎসা।

প্রেরিত স্তম্ভে একজন ডাক্তারের এক খান পত্র প্রকাশ করা গেল। ইনি নাম দিয়াছেন ও তাহাতেই আমরা জানিলাম যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রাজ্ঞতা ও পরিদর্শীতার নিমিত্ত ইনি দেশের মধ্যে সকলের নিকট আদরের পাত্র। এরূপ ব্যক্তির এরূপ মনের ভাব, চিকিৎসা শাস্ত্রে এরূপ অবিশ্বাস, ইহাতে কাহার মনে আরক ও পিলের উপর ভক্তি থাকিবে? কিন্তু ইনি যে প্রথম এইরূপ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন তাহা নয়। বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্র বাবু এইরূপ করেন, তাহার পরে হোমিও পেথী ধরিয়াছেন। আমরা অনেক ডাক্তারের মুখেও ঐ রূপ মত ব্যক্ত করিতে শুনিয়াছি। আমরা জানি, এক জন ডাক্তার এক জন রোগীকে বধ করিয়াছেন মনে ভাবিয়া সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করেন, ও সেই অবধি বাধ্য না হইলে আর কাহাকেও ঔষধ দেন না ও সেও বিষাক্ত নহে।

প্রায় ডাক্তারি ঔষধ মাত্রেই বিষ। ঔষধ অধিক পরিমাণে দিলে বিষ ও বিষ অধিক পরিমাণে দিলে ঔষধ হয়। আবার যে পরিমাণে ঔষধ সেবন করিয়া এক জন জীর্ণ করিতে পারে, অন্য এক জন তাহার অর্দ্ধ মাত্রা সেবন করিয়া বাচিয়া যাইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, এক জন কাঠ বিষের (আকনাইট) এক রত্তির আশি ভাগের এক ভাগ সেবন করিয়া মর মর হয়। আবার দেখিয়াছি যে, আর এক জন ভ্রম ক্রমে এক দলা অহিফেন (কত খানি ঠিক হয় নাই) সেবন করিয়া এক ঘুম দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই গেল সুস্থ অবস্থার কথা। পীড়া হইলে মানব শরীরের আভ্যান্তরিক ক্রীয়া একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। তখন কখন কখন রোগী আরো অধিক পরিমাণে বিষ সেবন করিয়া জীর্ণ করিতে পারে কি আরো অল্প বিষ খাইয়া পীড়ার বৃদ্ধি কি প্রাণ ত্যাগ করে। এমতাবস্থায় যে ডাক্তারদের কথায় কথায় খুন করিবার সম্ভাবনা তাহার সন্দেহ কি। পত্র প্রেরক তাহাদের অবস্থা ঠিক বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা প্রকৃতই না দেখে শুনে তীর ছুঁড়িতে থাকেন, ইহাতে শত্রুও মরে মিত্রও মরে।

দশ জনকে কি শত জনকে আরাম করিয়া এক জনকে বধ করায় শোধ বাদ যায় না। শত জনকে আরাম করার সুখ অপেক্ষা এক ব্যক্তিকে বধ করার কষ্ট বেশী। কাজেই অনেক ডাক্তার এক্ষণে ঔষধের মাত্রা কমাইতেছেন। কেহ কেহ বা বিষাক্ত ঔষধ প্রায় ব্যবহার করেন না, ও কেহ কেহ বা মোটেই ঔষধ না দিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া আরাম করিবার চেষ্টা করেন, আর কেহ বা হোমিওপেথি ধরিয়াছেন। ইউরোপীও চিকিৎসা প্রণালী এদেশে প্রচলিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণতঃ ইংরেজ গণ নিতান্ত যত্নশীল। বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিলে বোধ হয় যেন তাহারা এ বিষয়ে কতক কৃত কার্য্য হইয়াছেন; কিন্তু রিপোর্টে অনেক রূপ বর্ণনা থাকে। কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ইউরোপীয় চিকিৎসা প্রণালী এক প্রকার বদ্ধ-মূল হইয়াছে, কিন্তু মফস্বলে উহা প্রচলিত হওয়া দূরে থাকুক একেবারে অগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীন সাহেব তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন "আমাদের চিকিৎসা প্রণালীর উপকারিতা ও চমৎ কারিত্ব এদেশীয়েরা উত্তম বুঝিয়াছে ও ক্রমে বুঝিতেছে, কিন্তু আমরা মুক্ত কণ্ঠে, নিঃশঙ্ক হইয়া শত শত [illegible]

অলীক। কোন স্থানে নুতন ডিস্পেন্সরী হইলে, দেশের লোক আসিয়া জুটিতে থাকে, কিছু কাল ডাক্তারের বিদ্যা বুদ্ধি কি ঔষধের ক্ষমতা দেখিয়া পিছুইয়া যায়। তখন আবার হাতুড়িয়াদের ক্ষমতা বাড়ে। জ্বর, গ্রহণী রোগই এদেশে অধিকাংশ হইয়া থাকে কিন্তু তরুণ জ্বরে হাত দিলে তাহারা প্লীহা করিয়া রোগী ছাড়িয়া দেন, গ্রহণী রোগে হাত দিলে আর বাচে না। কবিরাজেরা দম্ভ করিয়া বলিয়া থাকে যে, "ডাক্তারেরা বাহাদুরি করুন, দু দিনের জ্বরে ভাত দিউন, তার পর আপীল আদালত আমরা,,। এরূপ বিদ্রূপ করিবার তাহাদের দাবি আছে।

তবে অস্ত্র চিকিৎসায় এদেশীয়দের ডাক্তারের উপর ভক্তি আছে বটে। তাহার প্রধান কারণ, অস্ত্র চিকিৎসা এদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে ১২৭ প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার কিছুই এক্ষনে নাই।

অস্ত্র চিকিৎসায়েও যে ইউরোপীয়েরা বড় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না, গত এক বৎসরের রিপোর্ট হইতে আমরা নিচের তালিকাটী গ্রহণ করিলাম।

উরুকর্ত্তন ১২, আরোগ্য [illegible]; মৃত্যু ৭; ফল জানা যায় নাই [illegible]।

পায়ের নলা কর্ত্তন ১৬; আরোগ্য ৭; মৃত্যু ৬; ফলজানা যায় নাই ৩।

ঊর্দ্ধসন্ধি কর্ত্তন [illegible]; আরোগ্য ১ মৃত্যু ১।

গুল্‌ফ সন্ধি কর্ত্তন ১; আরোগ্য ১।

বাহু কর্ত্তন ১৮; আরোগ্য ৬; মৃত্যু ১২।

বগলেরগিরায় একসিসন ১; আরোগ্য ০ মৃত্যু ১

বাহুর অগ্রভাগ কর্ত্তন ৬; আরোগ্য ০ মৃত্যু ৪ ফল জানা যায় নাই ২।

গুল্‌ফ অস্থি কর্ত্তন ৩, আরোগ্য [illegible]; মৃত্যু ১।

হাতের অগ্রভাগ কর্ত্তন [illegible]; আরোগ্য ০ মৃত্যু [illegible]; ফল জানা যায় নাই [illegible]।

মোট সংখ্যা ৬০; আরোগ্য ১৯, মৃত্যু ৩২ এবং ফল জানা যায় নাই ৯।

উপরের তালিকা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ডাক্তারেরা অস্ত্র করিতে যত পটু, আরাম করিতে তত পটু নন। আবার ঐ বৎসরের ইণ্ডোর রোগীর কিরূপ চিকিৎসা হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

মোট ইণ্ডোর রোগী	৯৭৫৫
আরামের সংখ্যা	০৯৭৯
মৃত্যুর সংখ্যা	৫৭৯৮
বক্রি	ফল জানা যায় নাই।

উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, ডাক্তারেরা যতটী আরাম করিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেক অপেক্ষা বেশীর ও মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তারেরা ইহার অধিক করিতে পারেন না অর্থাৎ বারো জনকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলে ৮ জন বাচে আর ৪ জন মরে। ডাক্তারেরা দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন যে রোগীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ না হইলে তাহারা হাসপিটালে আইসে না। একথা মিথ্যা নয় কিন্তু তাহারা কি সুস্থ রোগী আসিতে বলেন? বিশেষতঃ আর কয়েকটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। কোন ঔষধ না খাইলেও অনেক রোগী আরাম হইয়া থাকে। কবিরাজী ঔষধ, হাতুড়িয়াদের টোটকা ঔষধেও অনেক আরাম হয়। যদি এ সমুদায়ের তালিকা পাওয়া যায় তবে যে কি ফল উৎপত্তি হয় বলা যায় না। আমরা যত দুর দেখিয়াছি কবিরাজী ঔষধ, টোটকা ও নৈসর্গে জুটিয়া গুরুতর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বারো জনের মধ্যে ৮ জনকে সচ্ছন্দে আরাম করিতে পারে। এ যদি সত্য হয় তবে ডাক্তার মহাশয়দিগকে নমস্কার। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, ডাক্তার মহাশয়রা রাগ করিবেন না, এই যে৫৭৯৮ ব্যক্তি তাহাদের হাতে মরিয়াছে, ইহার মধ্যে তাহারা কত জনকে বধ করিয়াছেন?

হোমিওপেথি আমাদের দেশে কি করিতেছে তাহা আমরা কিছু বলিতে পারিনা, কাহাকেও খুন করে নাই ও উচ্ছিন্ন দেয় নাই এই মাত্র বলিতে পারি। রাজেন্দ্র বাবু ত হোমিওপেথি মন্ত্রে দিক্ষিত শুনিতে পাই। বিস্তর লোককে আরোগ্যও করিতেছেন, কিন্তু তিনি কেন তাহার একটি তালিকা দেন না। তাহা হইলে হোমিওপেথি যদি সত্য হয় তবে কত উপকার হইতে পারে। এক্ষনে এ তালিকা দিবার স্থানও হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবুর মাসিক পত্রিকায় তিনিও মহেন্দ্র বাবু উভয়ে এরূপ তালিকা দেন এ আমাদের নিতান্ত বাসনা, তাহা হইলেই হোমিওপেথি ও আলোপেথির পরীক্ষা হইতে প্যারে।

পত্র প্রেরক বলেন যে শুশ্রূষা ও বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারাই রোগ আরাম হইতে পারে। এবিষয় তাহারা ডাক্তারেরা ভাল বুঝেন, তবে আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এ অতি উত্তম কল্প বলিয়া বোধ হয়। আমরা মেডিকাল রিপোর্ট পড়িয়া জানিতেছি যে, কোন দেশে কোন রোগ অত্যন্ত প্রবল, কোন দেশে আবার কোন রোগ মোটে নাই, সেখানে যে জল বায়ু শুশ্রূষার উপর শরীরের সুস্থতা অনেক নিভর করে তাহার সন্দেহ নাই।

The following suggestions have been placed at our disposal by the Post Master of Amrita Bazar:—

1 *st.* The Postal officers are bound to make an additionl charge upon all redirected letters. This nstead of being a gain is a source of loss to Govern ment The Muffosil people generally believe tha postage charge on ordinary bearing letters canno on any account exceed 4 pice, no wonder therefor that when required to pay an additiona l two pice a forward charge on redirected letters they would deem it a fraud on the part of Dy. Postmasters o Delivery Peons and refuse the letters. Thus redirected letters are seldom accepted by them and bearing collection consequently much lessened. I the charge in question were abolished, the de livery of bearing letters would increase by 25 pe cent.

2*nd* If the Dy. *Post* masters were to go once in a week into the principal villages within his circuit and enquire whether the peons and rural messengers regularly distribute letters, whether the latter open the letter boxes on the fixed day, why bearing letters are refused &c. &c. and also try to convince the people of the utility of the Post office, then it is needless to say that circulation of letters would vastly increase, the number of refused bearing letters would be by far the less, and the numerous complaints which are almost weekly lodged against the Muffsil Postal officers would trouble and vex the Inspectors and Postmaster General but very occasionally.

THE CESS CONTROVERCY—Objection has been taken in certain quarters to a statement of ours made in a late number of this paper. There are people who think or pretend to think that if the Zemindars claim exemption from the cess, they might as well refuse to pay the the salt duty and stamp duty. We alluded to this but d not think it worthwhile to combat t position of these thinkers which was evidently very weak. It has been asserted that we should have given our reasons for so summarily dismissing a subtle argument. In our last we argued the point and we shall do it again today. When the *Examiner* raised this argument we were not much surprised, for a Daily Paper like a pin is supposed to be the work of a band composed of all manner of people, but we vere astounded to see that the ablest of Indian writers, the Editor of the Economist Mr Knight following the same train of reasoning. Let us closely examine what the argument is. Government made over to the Zemindars the proprietory right of the lands by a solemn compact the Zemindars agreeing to pay so much per annum. To make the offer acceptable to the Zemindars it was enacted that no further demand shall be ever made upon them. Upon the facts of such a contract, Government can certainly never enhance the rents, but has it lost with the compact the right of making any other demand whatever? Let them enjoy their land but they must pay the Government demand f r the salt they use, for the protection of their lives and properties, and for all useful measures, like other people. Roads and schools are absolutely necessary for the improvement of the country, the Imperial exchequer has no adequate fund for these purposes; the people must be taxed to meet these demands, and the Zemindars must contribute their mite. This settlement has released them from

paying increased rents but not from all other obligations they owe to the State. This is the position which both Mr Knight and the *Examiner* have taken. It is admitted then that any further demand except the fixed rent cannot be made upon the Zemindars for holding land, and the Zemindars precisely urge the same thing. But is the duty upon salt levied from the Zemindars because they hold land? Is it because of this holding that they pay the stamp duty? But what is the contemplated cess? It is a levy upon those only who hold lands. A. B will have to pay the cess because he holds lands, X, Y will have not to pay because he is not a land holder, and it is strange how can a highly conscienscious man like Mr Knight can call such an import no enhancement upon the rent of the land fixed for ever. Devise any other scheme having no reference whatever to the lands of the Zemindars and pump them as much as you will, take from them so much for keeping horses, carriages or servants but you cannot take from them any thing more than the rent for the lands they hold without violating a solemn engagement.

If our Rulers are bent upon taxing the Zemindar they can do either of these two things. One has been already suggested by our noble contemporary of Serampore. Call the Zemindars together, tell them your necessity, and then demand a cess from them offering at the same time a suitable equivalent. What equivalent Government can offer, and what the Zemindars agree to, we cannot at present determine, but we believe an amicable settlement of this nature is quite possible. But simply persuasive words without any substantial equivalent shall never do it. Persuasive words did melt the zemindars some time ago and they cheerfully paid the Income tax and the result of that loyalty and patriotism is the cess.

There is yet another way; persuade the people and then kill the zemindars. No contract is binding which stands in the way of a nation's progress. But you foreigners are not to determine whether the perpetual settlement is really a curse which impedes the progress of the people, no, never attempt to do that, if you seek that as a plea, the effect will be the same, people will never after believe you and will think that to serve an end you have acted most dishonorably The zemindars are not the pets of the people, but there are more reasons than one why should they yet prefer to be milked, oppressed and protected by the Zemindars than Government. In short will the death of the Zemindars improve their condition, if so let them have such a guarantee? Or if you impose the cess let the funds be placed completely at the disposal of the people, as has been partially done in Oude. It has been said that the destruction of the perpetual settlement will add about 3 millions to the State coffers; it is of some moment to the people if this sum is squandered by the Zemindars amongst them. Why should they help Government to squander away the sum?

Muffusil Small Cause Courts—We learn that Government is making enquiries as to the working of the Moffusil Small Cause Courts. It is time that Government should dó so. The introduction of the courts into Muffosil was a novelty and an experiment. Many other novelties quite in divergence from long established and experience-sifted principles of the English Jurisprudence are being contemplated by our great Law maker Mr Stephen. It seems meet, however, first to look to the success or otherwise of the experimental measure in question. From what we know of the doings of our Muffusil small cause courts, and we know not a little we must say that they call for a thorough revision and reconstruction. We should be the last to give maintenance to the litigiousness of our fellow brothers. We quite hold with those who would afford ready and easy means to the mercantile classes for realizing their dues. But the small cause courts as they are now constructed are found sadly wanting in the means of doing justice. At least this is generally the case. To sift the truth of conflicting evidence has at all times and countries been regarded as a difficult task. In England, nothing short of a deliberation by twelve men would satisfy the national mind. And the fame goes that the English are a truth speaking people. In this country, the un reliability of oral testimony has almost reached to a proverb with our courts. There is some truth in the idea, although it is our very courts which are in a great measure answerable for it. In muffusil, in most parts, the indigo-planters succeeded to the mean instruments of the old Mahamedan Government as teachers of perjury, chicanary and fraud. Our common people, poor simple souls, are apt to learn and 'under such preceptors who can fail?" Thus whenever placed under the pressing influence of power, these people are found playing tricks with truth. This adds considerably to the difficulty of estimating evidence. Need we even hint then that one man is by no means equal to this task?

And then what are the qualifications of that one man entrusted with this duty? He is a man from either of two classes. Young civilians and old subordinate judges. It seems to us that both these classes are unfit to supply Small Cause Court Judges though for different reasons. No young man should be entrusted with a power of final judgement in matters requiring a thorough knowledge of the habits and manners of the people and a good knowledge of the world. Very far less is a young civilian competent for such work. This might be concluded *a priori*. Experience confirms it. Where young civilians are Small Cause Court judges, small cause court is a word of laughter to some, it is a tool of malice to some, new sprung plague to others. Men honestly call it a sort of cholera. Mr Tower is the judge of the two important courts in Nuddea. The above remarks would be borne out by the general impression of the people under the jurisdiction of those two courts. In the first part of Mr Tower's judgship one might almost think that he believed it impossible that a plaintiff should institute a false suit. However we hope of late he has modified his belief. Then as to subordinate judges not accustomed by their precedent duties to their sense of responsibility of a final original judginent, it is not likely that they can afford to wake up to it, in the 4 P. M. stage of their mundane career. The dew of the coming endless sleep is not far off from their eye lids, this in a great measure neutralizes the effect of their experience.

Then how to remedy the evil—by abolition of the courts? No. We would suggest a plan. If it were practiable and safe, we would at one urge for a jury system. But in civil cases in the present circumstances ef the country, it will be neither practicable nor safe. But failing that, we would have the Small Cause Courts composed of two judges, one such as he is now, and another of the same class, education, and pay as a moonsiff. Such an arrangement may warrant the decision to be sounder than when it passes through the judgment of two persons severally through means of appeal. For it often is that both the original and the appealate court make errors not understanding each other. We only make a hint, but we would try to enter into the details of our scheme at some future day. (*Communicated*)

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়।

এদেশীয় স্ত্রী জাতিকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইলে পূর্ব্বে যে শিক্ষয়িত্রীর নিতান্ত প্রয়োজন সে বিষয় লইয়া তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাহা সকলেই জানেন। মিস কার্পেণ্টর এখানে একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন নিমিত্ত ভারি উদ্যোগী হন। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি জন কয়েক বলেন যে, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত এদেশে স্ত্রী লোক পাওয়া যাইবে না এবং এই নিমিত্ত তাহারা ইহা অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন। যাহা হউক কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী স্ত্রী নরম্যাল স্কূল সংস্থাপিত হইয়াছে। কেশব বাবু ও নিজে আর একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় বসাইয়াছেন, এ দুইটী স্কূলেই ব্রাহ্মিকারা অধ্যয়ন করেন। কেশব বাবুর অনুগত ব্রাহ্মিকারা তাঁহার, ও অপর জন চারিক গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। মিস কার্পেণ্টর কেশব বাবুকে বিলাতে

বলেন যে এদেশে যুবতী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে তিনি উহার সাহায্যার্থে মাসিক দুই এক শত টাকা দান করিবেন। কেশব বাবু এই আশয়ে এখানে নর্ম্মাল স্কুল বসান এবং সংস্থাপন করিয়া মিস কার্পেণ্টরের নিকট অর্থ সাহায্য চান। তিনি মাসে এক শত টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য যুবতী বিদ্যালয়ের সাহায্য করা, তিনি এক্ষণও যুবতী বিদ্যালয় নিমিত্ত মাসিক দান দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বাঙ্গলায় গবর্ণমেণ্ট শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং তাহারা নরম্যাল স্কুলের নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করেন, সুতরাং কেশব বাবুর দিগকে হয় নরম্যাল স্কুলটী পরিবর্ত্তন করিয়া যুবতী বিদ্যালয় করিতে হইবে, নয় মিস কার্পেণ্টরের প্রদত্ত সাহায্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু কেশব বাবু ভারতবর্ষ সংস্কার সমাজের অনুষ্ঠান করিয়া নিজ স্কন্ধে এক বৃহৎ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা এ সভ্তিকে সে সভ্তিকে ইহার নামও মস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সভার অন্যান্য মধ্যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপনও একটী অনুষ্ঠান। কাজেই মিস কার্পেণ্টরের ইচ্ছা মত কার্য্য করিতে হইলে তাহাদের সভার অনিষ্ট করা হয়। তবে বিদ্যালয়ের কতক অংশ যুবতী ও কতক শিক্ষয়িত্রী নামে নাম করণ করিলে সম্ভবতঃ উভয় কুল বজায় থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মরা কি শেষে তাহাই করিবেন? ফল আমাদের বিশ্বাস যে, মিস কার্পেণ্টর টাকা দিবেন না, ব্রাহ্মরা যতই কৌশল করুন না অবশেষে মান ও লজ্জা রাখিবার নিমিত্ত কেবল নাম মাত্র একটী বিদ্যালয় থাকিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন একটী নরম্যাল স্কুল বসাইয়াছেন, তখন ব্রাহ্ম দিগের আর একটী বসানের প্রয়োজন কি? আমরা শুনিলাম, গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কেবল চারি জন শিক্ষয়িত্রী মাত্র শিক্ষা পাইতেছেন। কেশব বাবু কেন এখানে তাহার অনুগত ব্রাহ্মিকা গণকে পাঠান না, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট স্কুলটী সজীব ও সবল হইবে এবং তাহাকে মিস কার্পেণ্টরের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। আমরা শুনিলাম কোন ব্রাহ্ম এই রূপ প্রস্তাব করেন; কিন্তু কেশব বাবু তাহাতে অস্বীকার হইয়াছেন। তাহার অস্বীকার হইবার কারণ কি তাহা আমরা জানি না। গবর্ণমেণ্ট কখনই এই চারি জন ছাত্রীর নিমিত্ত মাস মাস এত অর্থ ব্যয় করিবেন না, অধিক স্ত্রী শিক্ষার্থে উপস্থিত না হইলে সম্ভবতঃ নরম্যাল স্কুলটি বন্ধ হইবে, কেশব বাবু দিগের ও তত অর্থ সঙ্গতি নাই, সুতরাং যদি তাহাদের উৎসাহ ও যত্নে তাহারা ...টী রাখেন, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা কর্তৃক অভিলষিত ফল ফলিবে না, সুতরাং ...দ থাকা না থাকা সমান হইবে। এমন অ-...হায় কেশব বাবুর যদি স্ত্রী জাতির উন্নতি ...াই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে তিনি কেন ...প প্রস্তাবে আপত্তি করেন।। কেশব বাবু ...দি স্ত্রী নরম্যাল স্কুলের কর্তৃত্ব ভার চান তাহা হইলে তিনি ইহার উন্নতির ...যোগ দিতে পারেন। আমরা যত শুনিয়াছি, কেশব বাবু বালাকা ...বকাল যেখানে যখন গিয়াছেন কর্তৃত্ব করিয়াছেন. তিনি কাজেই উড্রু সাহেবের তাবেদার হইয়া নরম্যাল স্কুলের উন্নতি সাধন করিতে পারেননা। কেশব বাবুর কর্তৃত্ব ভার প্রার্থনার এই কারণ, না ইহার অন্য কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। কেশব বাবু স্কুলের ভার গ্রহণ করিলে উড্রু সাহেব অপেক্ষা ভাল কাজ চলিবে এটী হইলেও হইতে পারে। কেশব বাবুর নবউদ্যম. তিনি যে প্রাণপণে ইহার নিমিত্ত পরিশ্রম করিবেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে এক্ষণ যাহারা যাইবে তাহারা প্রায়ই ব্রাহ্মিকা, অন্ততঃ এক্ষণ যত গুলি ছাত্রী আছে তাহারা সকলেই ব্রাহ্ম সমাজ অন্তর্ভূত, সুতরাং তিনি থাকিলেই নরম্যাল স্কুল সম্ভবতঃ চলিবে; কিন্তু যেখানে সেটী হওয়ার কোন আশা নাই, এমন স্থলে কেশব বাবুর ন্যায় দেশ হিতৈষী ব্যক্তির কেবল কর্তৃত্বের নিমিত্ত উহার প্রতি মনোযোগ না দেওয়া কি ন্যায্য কাজ হইতেছে। এদেশে ব্রাহ্ম দিগের ক্রমে একটী কলঙ্ক হইয়া উঠিতেছে যে তাহারা নিজে যে কাজ অনুষ্ঠান না করেন, তাহার প্রতি মনোযোগ দেন না, এবং কেশব বাবু। বর্ত্তমান কার্য্যে সেই কলঙ্কটী উজ্জ্বল করিবে। আর একটী কথা। আমরা যদিও বলি যে স্ত্রী জাতির বিদ্যা উন্নতি নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী লোকে শিক্ষয়িত্রী রূপে শিক্ষিতা হইয়া কার্য্যে কত দূর পারদর্শিতা দেখাইবে, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। ব্রাহ্মিকারা যতই ধর্ম্মোন্নত করুন, যতই সুশিক্ষিতা হউন ও স্বাধীনতা যতই তাহারা প্রাপ্ত হউন, কোন অপরিচিত স্থানে, আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে, অপরিচিত জনগণের মধ্যে অবস্থিতি করা তাহাদের পক্ষে কোন মতেই সাধ্য হইবে না। এক্ষণ বালিকা ও স্ত্রী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত দেশে যত অল্প অর্থ ব্যয় হয়; তাহাতে ইহারা শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেও যথা পরিমান অর্থও উপার্জ্জন করিতে পারিবেন না যে তদ্দ্বারা আপনারা সম্মানের সঙ্গে আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে কর্ম্ম স্থলে বাস করিবেন। শিক্ষয়িত্রী প্রণালী প্রচার পক্ষে এ তর্কটী ভারি বিঘ্ন জনক এবং ইহার কোন সদুপায় যত দিন না হইবে, তত দিন ইহা দ্বারা প্রায় কোন কাজ হইবেনা। কেশব বাবুর সাধ্য নাই যে ইহার কোন সদুপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি পারিবার মধ্যে ইহাই পারেন যে, তাহার গঠিত শিক্ষয়িত্রীগণ কর্তৃক অন্যান্য ব্রাহ্মিকা গণের শিক্ষার সাহায্য করিতে পারেন। আমরা বোধ করি কেশব বাবুর উদ্দেশ্য এত পরিমিত নয়। কেশব বাবু নাকি নিয়ম করিয়াছেন যে তাহার অধীনস্থ শিক্ষয়িত্রীগণকে তিনি যেখানে পাঠাইবেন তাহাদের সেখানে যাইতে হইবে এবং তিনি তাহা দিগকে মাসিক ৪০ টাকা বেতনের কর্ম্ম দিবেন। ফল কেশব বাবু যাহাই বলুন, আমরা বিশ্বাস করিনা যে কেশব বাবু শিক্ষয়িত্রীগণকে যেখান ইচ্ছা সেখানে নির্ব্বিঘ্নে পাঠাইতে পারিবেন এবং মাসে ৪০টাকা বেতন দেন তাহার এত অর্থ নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি স্ত্রী জাতির শিক্ষাটি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেন, তবে সকল না হউক, অনেক পরিমাণে এগুলির নিরাকরণ করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট জেলায়২ যদি এক একটি গবর্ণমেণ্ট স্ত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন, শিক্ষয়িত্রী গণ সম্মানের সঙ্গে থাকিতে পারে এরূপ বেতন তাহাদিগকে দেন এবং তাহাদের স্বামী কি অন্য কোন আত্মীয়কে সেখানে কোন উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করেন তাহা হইলে অনেক বিঘ্ন তিরোহিত হয়। গবর্ণমেণ্টের যদি এদেশীয় স্ত্রী জাতির উন্নতির ইচ্ছা আন্তরিক থাকে, তবে এগুলি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রত্যাশা করাও যাইতে পারে।

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, বংশীবাজার, ঢাকা ৭৭ সালের চৈত্র .... ২৲

বাবুরাম হরি মল্লিক, বন গ্রাম, ৭৭ সালের চৈত্র ....৮৲

বাবু গোপাল চন্দ্র সোম, বিনোদ পুর, ৭৭ সালের শ্রাবন .... ৫৲

বাবু জ্ঞান কৃষ্ণ ঘোষ, বাঁকডাঙ্গা, ৭৭ সালের আশ্বিন .... ১০৲

বাবু বংক বেহারী বসু, খুলনা, ৭৯ সালের বৈশাখের শেষ ৮

বাবু কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বাগহাট, ৭৮ সালের বৈশাখের শেষ ৪

বাবু কালী প্রসন্ন সরকার, বাগহাট, ৭৮ সালের ভাদ্রের দুই সপ্তাহ ৪

বাবু দীন নাথ সেন, ঢাকা, ৭৮ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত..... .... ৮৲

বাবু প্রভাত চন্দ্র সেন, জামাল পুর, ৭৮ সালের ফাল্গুন .... ৮৲

বাবু আনন্দ চন্দ্র সেন, মান্দারি পুর, ৭৮ সালের পৌষ .... ৮৲

বাবু হর প্রসাদ সরকার, মুলযোড়, ৭৮ সালের বৈশাখ . ...৮৲

বাবু গোপাল শংকর হড়, বাগহাট, ৭৭ সালের ফাল্গুনের শের ৩

বাবু মনোহর সিংহ, কলিকাতা, ৭৭ সালের ফাল্গুনের শেষ ১০

বাবু চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়, জোড়াশাক, ৭৭ সালের পৌষ ৮

বাবু রামগতি সেন, বনপুকুর, ৭৭ সালের কার্ত্তিকের শেষ ৮

বাবু সূর্য্য কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পাবনা, ৭৭ সালের চৈত্র ৪

সংবাদাবলী।

—সম্প্রতি কাশ্মীরের শিক্ষা বিভাগের ডিরেকটর পঞ্জাব রেলওয়েতে লাহোর হইতে দিল্লীতে সস্ত্রীক আসিতেছিলেন ॥ পথে জল পিপাসা হওয়াতে উভয়েই শকট হইতে ষ্টেসনে নামেন ॥ তিনি নিজে জল পান করিয়া আরোহন করেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটীর কিছু বিলম্ব হয় ॥ ইতিমধ্যে ষ্টেসন মাষ্টার (ইউরোপীয়) বলিলেন আর কাহাকে শকটে আরোহণ করিতে দিবেন না ॥ তখনও গাড়ী ছাড়ে নাই, ডিরেকটর অনেক জিদ করিলেন, কিন্তু তাহা রক্ষা হইল না ॥ পাছে চৌকিদারেরা স্ত্রীলোককে উঠিতে দেয় এই নিমিত্ত উক্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারি নিজে

দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকটিকে ফেলিয়া শকট চলিয়া গেল। পঞ্জাব রেলওয়ের দুর্নাম সকলের মুখে শুনা যায়। ভারতবর্ষিয় গবর্ণমেণ্ট কি এ দুর্নাম দূর করিবেন। স প্র

—সোম প্রকাশ বলেন ফরাসী বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় আফিসরকে সোণার ঝাঁপা ও জরির টুপি পরিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহারা বলেন, সাধারণ তন্ত্রের অধীনে কোন প্রকার জাঁক রাখা উচিত নহে। ১৭৯৩ অব্দে এই প্রকার এক আজ্ঞা হইয়াছিল, কি সাধারণ তন্ত্র থাকিতে থাকিতেই নেপোলিয়ন লিজন প্রব অনর চিহ্ন স্থাপন করেন, তাহাতে তদানীন্তন কালের সকল লোকেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের রোমকেরা বিলাস প্রিয় না হইয়াও যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, আজিকার বিলাসের দিনে তাহা কেবল আইন দ্বারা রহিত করা সম্ভাবিত নহে।

—সংবাদ প্রভাকর বলেন, আমেরিকা দেশে কোন ব্যক্তি রেলওয়ে কোম্পানি দিগের প্রতিকুলে ক্ষতি পুরণের অভিযোগ করাতে বিচার সময়ে আইন বিষয়ে একটী বিশেষ তর্ক উপস্থিত হইয়া ছিল, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে একটী বালক রেলওয়ের উপর খেলা করিতেছিল, ঐ সময়ে কোন আগত ট্রেন দর্শন করিয়া অভিযোগকারী ব্যক্তি অতিবেগে ধাবিত হইয়া ঐ বালককে রক্ষা করে, কিন্তু এঞ্জিনের গাড়ির দ্বারা স্বয়ং আঘাতী হয়। ঐব্যক্তি রেলওয়ে কোম্প্রানির প্রতিকূলে ঐ অভিযোগ করিলে এরূপ তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, কোন লোক ইচ্ছা পুর্ব্বক উপস্থিত হইয়া আঘাতী হইলে ঐ প্রকার অভিযোগ করিতে পারে না, কিন্তু বিচারপতিরা এপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি অন্যের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত রেলওয়ের পথে ঐরূপে উপস্থিত হইলে "সে ইচ্ছাপুর্ব্বক) উপস্থিত হইয়াছিল এমত বলা যাইতে পারে না। এবিষয়ে শকট চালকের পক্ষেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, অতএব অভিযোগকারী যে আঘাত পাইয়াছে, তাহার নিমিত্ত ৩৫০০ (ডোলার) মুদ্রা অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

—বোম্বাই স্মল কজ কোর্টে একটি তামাসার বিবাদ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় স্মল কজ কোর্ট জজ মেঃমানিকজী কাছারী করিতেছেন ইতিমধ্যে কবডেন সাহেব আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহার নামে একটা এক তরফা ডিক্রী হইয়াছে কি না। মেঃ মানিকজী উত্তর করিলেন যে, তোমাকে ডাকা হয় কিন্তু তুমি হাজির না থাকাতে ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে। কবডেন। কিন্তু মহাশয় আমি ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাছারী উপস্থিত ছিলাম ও একটার সময় এক জন ডাক্তারকে দেখিতে যাই। মানিকজী। তুমি আদালতের অনুমতি লইয়া যাও নাই কেন? এ সমুদায় তোমার নিজের দোষে হইয়াছে, এখন তুমি চলিয়া যাও। কবডেন। আচ্ছা, তুমি ডিক্রী পাস কর, ইহার বেশী ত আর কিছু করিতে পারিবা না? এখন দেখি, আমি কি করিতে পারি। তুমি সাধারণের লোকের চাকর, তাহাদের সুবিধা অনুসারে তোমার কাজ করিতে হইবে, তোমার খেয়াল মত তাহারা এখানে হাজির থাকিতে পারে না। তুমি যখন জান যে দুইটার সময় কাছারী হইবে, তখন এগারটার সময় আমার হাজির হইতে হইবে এমন সমন দেওয়ার তোমার কোন দাবি নাই, এবং চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত আমাকে এখানে বসাইয়া রাখার ক্ষমতাও তোমার নাই। তুমি যে রূপ কাজ করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ বেআইনী। মানিকজী। কি বালিফ, বালিফ, এ ব্যক্তিকে কয়েদ কর। কবডেন (এক খানা বৃহৎ যষ্ঠী হাতে করিয়া) হাঁ, দেখি, আমাকে কে কয়েদ করে। তুমি কি আমাকে নেটিব বারিষ্টার পাইয়াছ? তুমি কি জান না যে আমি এক জন ইংরেজ? আর ইংরেজকে কি রূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাও আমি তোমাকে দেখাইব। অবশ্য তোমার খেয়ালানুসারে আমি তোমাকে কার্য্য করিতে দিব না। মানিকজী। বালিফ। (প্রধান বালিফ হাওয়েল এই সময় আসিয়া উপস্থিত) মানিকজী। বালিফ, এ ব্যক্তির নিকট হইতে দশ টাকা জরিমানা লও ও যাবৎ জরিমানা না দেয় তাবৎ কয়েদ করিয়া রাখ। কবডেন (যষ্টি নাড়িয়া) তোমার যত ইচ্ছা জরিমানা কর, আমি এক পয়সাও দিবনা। কবডেন জরিমানা দিতে অস্বীকার হওয়ায় প্রধান ব্যালিফ দুদিনের নিমিত্ত তাহাকে জেলে লইয়া যায়।

—চিন গবর্ণমেণ্ট এই কয়েকটি আদেশ প্রচার করিয়াছেন। (১) বালিকা বিদ্যালয় সমুদায় উঠিয়া যাইবে। (২) কোন খৃষ্টান মিসনারী ৪৫ জনের বেশী খৃষ্টান করিতে পারিবেন না। (৩) কনফুসিয়াসের ধর্ম্মের নিন্দাও অন্য ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কেহ করিতে পারিবেন না। (৪) যদি কোন ইউরোপীয় মিসনারী দেশীয় কোন অভিযুক্ত খৃষ্টানকে সাহায্য করেন, তবে আদালতে তাহার সুবিচার হইবে না। (৫) কোন স্ত্রীলোক ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত হইতে পারিবে না।

—মুরশিদাবাদের নিম্নস্থ নদী ক্রমশ ভাঙ্গা মুখ অগ্রসর হইতেছে। অনেকে আশংকা করিতেছেন যে, আজিমগঞ্জ সত্বর নদী গর্ভে নিহিত হইবে।

—আমীর খাঁ পাটনার সেসন্স কোর্ট হইতে হাইকোর্টে তাহার মকর্দ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য যে আবেদন করেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। আডবোকেট জেনারেল দুটি আপর্ত্তি উত্থাপন করেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে, মফঃস্বল সেসন্স কোর্ট হইতে মকর্দ্দমা উঠাইয়া লওয়ার ক্ষমতা হাইকোর্টের নাই। দ্বিতীয়তঃ যদি এরূপ ক্ষমতা থাকে, তবে বিশেষ হেতু ভিন্ন হাইকোর্ট এ ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন না। প্রথম আপত্তিটি জজেরা অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু শেষ আপত্তিটি তাহারা স্বীকার করেন ও বিশেষ কোন হেতু প্রদর্শিত হয় নাই বলিয়া আমীর খার দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন। এই নিষ্পত্তিতে অনেকে যে অবাক হইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য।

—নাকডাকা সারিবার জন্য এক নুতন যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। মারকীন দেশে একটী মহিলা তাঁহার স্বামীর এই কুঅভ্যাস দূর করিবার জন্য একটী চোঙ্গ প্রস্তুত করিয়াছেন, এই চোঙ্গের দুটী শেষ ভাগ ঘণ্টার ন্যায় ফাঁদাল, তাহার মধ্যে২ একটী ঘণ্টা ঘূমন্ত ব্যক্তির মুখ ও নাশিকাতে ও অপরটী তাহার কর্ণেতে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। নাক ডাকিবা মাত্র ঘড় ঘড়ানী শব্দ একেবারে কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করে ও ঘূমন্ত ব্যক্তিকে জাগাইয়া দেয়। দুই এক বার এই রূপে জাগিলে আর সে নাক ডাকায় না।

—হিন্দু রঞ্জিকায় কোন সম্ভ্রান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "এতন্নগরে কয়েক দিবস হইল একটী তুষানল প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। জজ আদালত সংক্রান্ত জনৈক বাবু তাহার বন্ধুর পালিতা কোন জিনিস রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া ভক্ষক হইয়া বসিয়াছিলেন। এই কার্য্য বিশ্বাস ঘাতকা ও বন্ধু বিদ্রোহ রূপ পাপ জনক জ্ঞানে তাহা স্খলন জন্য তুষানল প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। রক্ষক বাবু কয়েক দিন হইল, সেই জিনিস সহ গুলি সেবা করিতে২ তাহার অগ্নি প্রথম বিছানায় পরে মশারিতে ধরিলে মশারি ছিঁড়িয়া বাবু স্বীয় গাত্রে জড়ান। ঐ মশারির অগ্নিতে বাবুর পা দুখানি বিলক্ষণ দগ্ধ হইয়া তুষানল প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে। মহাশয়। এক শক্ত সওয়াল করিতে পারেন যে, তবে লঙ্কা দাহ ক্রিয়া সঙ্গে২ না হইল কেন? উত্তর, তাহাও হইতেছিল, কিন্তু দাহ্যের অসদ্ভাবে ঐ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন সুসম্পন্ন হইতে পারে নাই। ধন্য বন্ধুত্ব, ধন্য পাপ, ধন্য প্রায়শ্চিত্ত! আমরা ইহাকে উদয়নাচার্য্যের সাদৃশ্যে গ্রহণ করিলাম"।

—"পিরিজপুর উপবিভাগের নিকটবর্ত্তী দামোদর নদীতে কয়েক দিন হইল একটী জলস্তম্ভ উত্থিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে একটী শুণ্ডাকৃতি মেঘ নিম্নগামী এবং জল হইতে ঘূর্ণি বায়ু কর্ত্তৃক আর একটী শুণ্ডাকৃতি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া উভয়ে মিলিত হয়। এই শুণ্ডাদ্বয়ের মিলিত স্থান হইতে ঘন২ বিন্দু২ নির্গত হইতে থাকে। এই জল স্তম্ভ প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ছিল। এতদুপলক্ষে নৌকারোহী তিন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।"

—হিন্দু হিতৈষিণী বলেন "কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির পত্রে অবগত হইলাম গত ২৭ শে এপ্রিল আগ্রায় এক জন রোমান কাথলিক পাদ্রী উপাসনা সময়ে 'ঈশ্বরের আদেশ' হইয়াছে বলিয়া আপন কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিয়াছেন। ঈশ্বর অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। কোন পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এরূপ আদেশ হইল? যীশু খ্রীষ্টের রক্ত পাতের পর আর রক্তপাত হয় নাই, বোধ হয় এই দ্বিতীয় বার। ঊনবিংশ শতাব্দিতে এরূপ আদেশ অল্প চমৎকার জনক নহে। ইহারা আবার অন্যের ধর্ম্মকে নিন্দা করেন!"

—আলায়েন্স নিউস নামক সংবাদ পত্রে একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন সফল হইবার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। ব্রাথউড নামক একটী স্ত্রীলোক এক দিন প্রাতে উঠিয়া তাহার স্বামীকে বাহিরে কাজ করিতে যাইতে নিষেধ করে, কারণ পূর্ব্ব রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে যে তাহা হইলে সে পুড়িয়া মরিবে। তাহার স্বামী তাহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলিল না। সুতরাং অগত্যা তাহার স্বামী গৃহে থাকিয়া গেল। বেলা তিনটার সময় স্ত্রীর অনুমতি লইয়া স্বামী নিকটবর্ত্তি একটি স্থানে কিছু জিনিষ আনিতে যায়, একটু পরে সে বাটি ফিরিয়া আসিয়া দেখে তাহার স্ত্রী ভয়ংকর রূপে দগ্ধীভূত হইয়াছে। ওয়ালসলের কটেজ হাসপিটালে ইহাকে লইয়া যাওয়া হয় ও সেখানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রেরিত।

চিকিৎসা শাস্ত্র।

সম্পাদক মহাশয়,

বহু দিবস আমি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে উহাতে কষ্ট বই কিছু মাত্র সুখ বোধ হয় না। একষ্ট আর্থিক নহে, মানসিক—বিবেক সম্বন্ধীয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় অনিশ্চিত শাস্ত্র ভূমণ্ডলে বুঝি আর কিছু নাই।। উহার না আছে গোড়া না আছে আগ; গোলমাল, কেবল গোল মালে পরিপূর্ণ। ভিত্তি শূন্য কোটা কি পদার্থ শূন্য ছায়া আর চিকিৎসা শাস্ত্র ঠিক এক দলের। আবার দেখুন এ দিকে কত গুলি মত প্রচলিত, হাকিমি, আয়ুর্ব্বেদ, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, ইহা ব্যতীত আরও দিন ২ কত প্যাথির সৃষ্টি হইতেছে তাহা নির্ণয় অতি দুষ্কর। শুভাশুভ ফল ইহার প্রত্যেক মতেই আছে, কিন্তু নিশ্চয় করিয়া কোন মতেই কিছু বলিতে পারেনা। বিনা লক্ষ করিয়া ক্রমাগত তীর ছাড়িলে, কোনটা বা অভিপ্রেত স্থানে গিয়া লাগে, কোনটা বা বৃথাও যায়। এই প্রত্যেক মতের রীতি ঠিক সেই রূপ। এই নানা মুনির নানা মতের কোনটী যথার্থ এবং কোনটীই বা অবলম্বন করা উচিত, ঠিক

খাওয়া আর অনর্থক মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি করা তুল্য। এক্ষন দেখা যাউক এই সকল মতের চিকিৎসা প্রণালী কি কি রূপ।

এলোপ্যাথিক মতের চিকিৎসা প্রণালী। জ্বর হইয়াছে। জ্বরঘ্ন কুইনাইন সেঁকো প্রভৃতি ৪। ৫ রকম জিনিস আছে। ইহার মধ্যে কোনটী রোগীর পক্ষে খাটিবে? তাহা এলোপ্যাথি কেন তাহার পিতা সহ আসিলেও বলিতে পারে না। সুতরাং আন্দাজ করিয়া একটী তীর ছাড়িলেন। কাহার বেশ উপকার করিল। আবার এক জনের সেই তীর খাইয়া জ্বর দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। এই রূপ তীর ছাড়িতে২ হয়ত রোগের নয়ত রোগীর নাশ করিলেন। এই জন্য হোমিওপ্যাথেরা আলোপ্যাথিদিগকে মাডারার আখ্যা দিয়া থাকেন। ফল এমত অবস্থায় এলোপ্যাথেরা কতক অংশ এই আখ্যা পাইবার যোগ্য।

এক্ষণ হোমিওপ্যাথিদিগের প্রণালী শুনুন। প্রথমতঃ গোটা কয়েক ঔষধ প্রকাশ হইয়াছে। তাহা দিয়া সকল রোগকে শাসনে রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ঔষধ মাত্র (ইনফিনিটেসিমাল) এত অল্প যে জ্ঞানের দ্বারা সাধারণ লোকের হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্য নয়। যে বুঝিতে চায় তার "মেটাফিজকালী" বুঝিয়া লইতে হয়। এমত অবস্থায় লোকের কতদূর ভক্তি হয় তাহা বুঝিতেই পারেন। তবে হোমিওপেথির একটা সুবিধা আছে। উপকার করুক বা না করুক, এলোপ্যেথিদের মত মাডার করেনা। ইহার এই ইনফিনিটেসিমাল ডোজের দরুন এলোপ্যাথেরা হোমিওপ্যাথিকে "হাম্বাগ" নস্ত্রম প্রভৃতি বলিয়া বাচা করেন।

হাইড্রোপ্যাথি হোমিওপেথির দলে। কেবল জল খাও আর জল ঢাল।

বিষ প্রয়োগে আয়ুর্ব্বেদ আবার এলোপেথি অপেক্ষা এক কাটী সরস। এলোপ্যাথেরা আরসনিক প্রভৃতি বিষ ১ ভাগের ১৬ ভাগ বেশী দিতে সাহস করেন না। কিন্তু কবিরাজেরা নিশঙ্ক চিত্তে এক গ্রেণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন এবং এই রূপে রোগীকে বিষাক্ত করিয়া পরে আরসনিকঘ্ন ঔষধ দ্বারা তাহাকে চিকিৎসা করেন। আবার তাহাদের বিশ্বাস যে, চরক নিদান প্রভৃতি পুস্তকে যে সমুদায় রোগের ব্যবস্থা করা আছে তাহা খণ্ডনীয় নিজের মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে তাহারা পারে না। তবে আয়ুর্ব্বেদের ঔষধের নামগুলি বড় মিষ্ট, যেমন বসন্ত কুসুমাকর মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি কিন্তু ঔষধের নাম মিষ্ট হইলে যে, রোগের শান্তি হইবে এমন কিছু কথা নাই।

হাকিমি মতের চিকিৎসা তদবাদী প্রণালীতে হয়। কতকগুলি দামিয় ও সুগন্ধনীয় জিনিস একত্র করিতে পারিলে হাকীমি ঔষধ প্রস্তুত হইল। ফল হাকিমী মতের গুরুত্ব থাকিলেও বড় মানুষ ভিন্ন সাধারণের ঔষধ খাওয়া জুটে উঠে না।

মহাশয়, ...রিউক্ত কয়েক মতের চিকিৎসা যদিও কিছু দেখিয়া... তবু এলোপেথি চিকিৎসার সহিত আমার বি...ভাব করিয়া আলাপ পরিচয় হইয়াছে। পরিশেষে ...মি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, চিকিৎসা শাস্ত্র পৃ... হইতে যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই মঙ্গল। মহা... আমি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াছি, পূর্ব্বে যেখানে ...পীড়া কম পরিমাণে হইত, সেখানে এলোপে... প্রচলিত হওয়াবধি পীড়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হই... আবার অনেক স্থলে নূতন২ পীড়ার সৃষ্টি হইতে... । তবে একটী কথা হইতেছে। চিকিৎসা শা...য়া গেলে ডাক্তার বেচারাদিগের উপায় কি? তা... আমি ই দেই যে, হাম্বাগ ব্যবসায় করাই ত... নয়, আর যদি কেহ করিতে চান, তবে একেবারে শাস্ত্র নর হত্যা না করিয়া যাহাতে একটু কম রকমের পাপ করিতে হয় সেই ব্যবসার অবলম্বন করাই ত বিধেয়।

আমার বিবেচনায় প্রকৃতির উপর নির্ভর করা ও সেই সাতে২ সেবা সুশ্রূষা ও জল বায়ুর পরিবর্ত্তন করাই রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ফল প্রকৃতি আমাদের ইষ্ট বই অনিষ্ট কখনই করে না। তাহার প্রমাণ দেখুন। যদি কোন স্থানে একটা কাটা ফোটে, আর ঐ অবস্থায় থাকে, তবে কি তাহা শরীরের মধ্যে চিরকাল থাকিবে? না, প্রকৃতির নিয়মানুসারে বহির্গত হইবে? কয়েক জন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের মত এই যে, আমাদের শরীরের মধ্যে এমন একটী পদার্থ আছে যাহাকে জীবনী শক্তি অর্থাৎ বাইটাল ফোর্স বলে, অসুস্থ জনক কোন বস্তু শরীরে প্রবেশ করিবা মাত্র উক্ত শক্তি তাহাকে অনবরত তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা থাকে। যদি ঐ শক্তি প্রবল হয়, তবে ব্যাধি কিছু করিতে পারে না, আর দুর্ব্বল হইলে ব্যাধি ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করে অর্থাৎ রোগীকে ভুগাইতে থাকে কিম্বা তাহার প্রাণ নাশ করে। অতএব জীবনী শক্তি যাহাতে সবল থাকে সেই চেষ্টা করাই উচিত। কিন্তু সে যে কিসে হয় তাহা অদ্যাবধি কেহ বাহির করিতে পারেন নাই। এমতাবস্থায় উপকার হউক না হউক, যাহাতে অনিষ্ট বেশী না হইতে পারে এরূপ উপায় অবলম্বন করাই সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য। অতএব সত্যদের উপর নির্ভর করা ও সেই সঙ্গে২ সেবা সুশ্রুষা ও আব হাওয়া পরিবর্ত্তনই পীড়ার উপযুক্ত ঔষধ।

মহাশয়।

গত ৪ঠা বৈশাখ তারিখে যশোহর জিলার অন্তঃপাতি গদাইপুর গ্রামে রাত্র প্রায় আড়াই প্রহরের সময় কয়েক জন দস্যু এক দোকানদারের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে, এবং তাহার বাকস ভাঙ্গিয়া অনূন ২০০ শত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। উক্ত দোকানদার দোকান গৃহের কপাট বন্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল ইতি মধ্যে দস্যুরা আসিয়া বাহিরের দিকে শিকল বন্ধ করিয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। অত্র স্টেসনের সব ইনেস্পেকটর বাবু বিস্তর পরিশ্রম করিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। বোধ হয় গ্রামের প্রধান২ লোক দিগকে বিশেষ পীড়া পীড়ি করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

কাটিপাড়া
৭ বৈশাখ
সন ১২৭৮ সাল
বশম্বদ
শ্রীজলধর বড়াল।

মহাশয়।

বলিতে পারেন পত্রিকা ইত্যাদি রেজেষ্টারি করিবার অভিপ্রায় কি এবং কি কারণ বশতই বা লোকে রেজেষ্টারি করিয়া থাকে ইহার সোজাসুজি একটা উত্তর আমি জানি, কিন্তু কৈ তাই বা কেমন করিয়া বলিব কারণ প্রায় তিন মাস গত হইল এক খানি পত্র ১০ টাকার ৬১৮২৭৭১ নং নোট সহিত ত্রিহুত পোষ্ট আপিসে রেজিষ্টারি করিয়া পানাগড়ের নিকটবর্ত্তি কোন আত্মীয়ের নিকট পাঠাই কিন্তু এপর্য্যন্ত পত্রিকা খানি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট না পৌঁছায় অত্রস্থ ইনেস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টর এবং অবশেষে পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলকেও লিখিয়াছিলাম তাহাদের নিকট হইতে কেবল নিয়মিত পত্রের উত্তর পাইয়াছি কিন্তু তাহার অনুসন্ধান করিয়া কি হইল তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। পোষ্টাল লাইনের কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি মোনযোগের সহিত একটু কড়াকড়ি করেন তবে নানা স্থান হইতে এরূপ গোল মাল শুনিতে পাওয়া যায় না আমি এবিষয় আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না।

শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
দেউড়িয়া নীল কুটী
জেলা ত্রিহুত।

মহাশয়,

কয়েক মাস অতীত হইল কুচবেহারের গত ভূপ বাহাদুরের পুত্র, কুমার জোতিন্দ্র, পাঠার্থে এখানে আসিয়াছেন, তদবধি গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত কলেজের হেড মাষ্টারের বাটীতে তাহার বাসা ছিল। এই স্থানে থাকায় অল্প খরচে তাদৃশ বাটীতে থাকাও বিনা খরচে গাড়ি করিয়া কলেজের যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ের নানা রকম সুবিধা ছিল। যাহা হউক সংপ্রতি তাহাকে বিশেষ কষ্টভুগ করিতে হইয়াছে। কারণ এক্ষণে কলেজের ৭ম শিক্ষক গুরুদাস বাবুর বাসায় তাহার বাসা বদলি হইয়াছে এবং স্বদেশস্থ ভৃত্যগণ, যাহারা এপর্য্যন্ত তাহার নিকটে ছিল, তাড়িত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে যে২ চলিত তাহাও লাঘব হইয়াছে। আহা! এই বৈশাখ মাসের রৌদ্রে দুইবেলা হাঁটিয়া কলেজ করা কি এক্ষণ করদায়ী রাজতনয়ের সহ্য হয় কিন্তু না করিয়া করেন কি এখানে তার আর কে অনুসন্ধান করিবে; তাহার কেবল ক্রন্দন সার। যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় এ কার নীলা খেলা তাহা কি আপনি কি আপনার পাঠকবর্গ কেহ বলিতে পারেন; যাহারি হউক তিনি যেন ভাবেন যে রাজ পুত্র তাহার অপেক্ষা সুখী। পরিশেষে আমার কোর্টঅব ওয়ার্ডের বর্ত্ত মহাশয় দিগের নিকট নিবেদন এই যে তাহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া এই কুমারের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখেন।

সংপ্রতি এখানকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তো কলিকাতার মতন যাহাতে লোকে রাস্তায় প্রস্রাব করিতে না পায়, ক্ষত ঘোড়ায় যাহাতে গাড়ি না টানে বিষয়ে ভারি ধরাধরি করিতেছেন আমরা যে এরূপ কার্য্যকে মন্দ বলি তাহায় তবে কি না আমরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করি যে রাস্তা ঘাট পরিস্কার রাখিয়া এরূপ করিলে ভাল হয়, তা না হলে সব মিছে।

সংপ্রতি কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তঃপাতি কোমরপুর গ্রাম হইতে এক জন কুমোর অদর্শিত হইতেছে। ইহার এরূপ হইবার কারণ কি কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট ও কৃষ্ণগঞ্জ থানার ইনস্পেকটরের অনুসন্ধান করা উচিত। ইহার মধ্যে অবশ্য যে কিছু আছে ইহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের জানা উচিত।

কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক
১২৭৮ ২০ বৈশাখ
ভবদীয়
শ্রীঃ—

পত্র প্রেরকের প্রতি।

—সোদপুর শ্রী—লিখিয়াছেন যে ফরিদপুরের সব ইনস্পেকটিং পোষ্ট মাষ্টার বাবু নন্দচন্দ্র পাল কর্ম্মঠ ও সুযোগ্য ব্যক্তি। তাহার আগমনাবধি নিয়মিত মত চিঠী প্রেরণ ও প্রাপ্তির বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সোদপুরে একটি আমদানী পোষ্ট অফিস স্থাপন করিতে তিনি সম্মত হইয়াছেন।

—শ্রীঃ—রাজসাহীর বালিকা বিদ্যালয় সুবরডিনেট জজ বাবু বেনীমাধব সোম রায় বাহাদুরের যত্নে বিস্তর উন্নতি করিয়াছে। সংপ্রতি উহার পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। সভা স্থলে অনেক ভদ্র ইংরেজ ও বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষান্তে সোনা ও রূপার অলঙ্কার, পুস্তকাদি বালিকা দিগকে প্রদান করা হয়। বালিকা বিদ্যালয় অধ্যক্ষগণ একটি টাকালয় নির্ম্মানার্থে সচেষ্টিত হইয়াছেন।

—অম্বিক চরণ দাস, পাবনা—অতি বিলম্বে আপনার পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

106

বিজ্ঞাপন।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি

কর্ত্তৃকনূতন পুস্তক।

"মাতৃ শিক্ষা"

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা, মূল্য ২টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫ খান একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০ টাকায় ১৫ টাকা শত করা হিসাবে কমিসন কলিকাতা লাল বাজার হন্দু হষ্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত

বেদব্যাসপ্রণীত। পাইকা বঙ্গাক্ষরে প্রথম মূল তন্নিম্নে শ্রীধর স্বামী কৃত টিকা, তন্নিম্নে ভাষার্থ প্রতিমাসে আশি পৃষ্ঠায় দশফর্ম্মায় আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য অগ্রিম ৬ টাকা ডাক মাশুল ৬ আনা আমার বা যন্ত্রাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে গ্রাহ্য হইবে। ইতি

বহরম পুর
সত্যরত্ন যন্ত্র } শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন।

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

BEING ACT XXV OF 1861

AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

with upwards of 350 Rulings and Circulars of the High Court, Government Orders, explanatory notes and references &c.

PRICE Rs. 6 SIX CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied by a remittance to Babu Peary Churn Sircar.

Babú Bunco Bihari Mitter,
No. 82, Sitaram Ghose's Street.
Manager Sanscrit Press Depositary
No. 24 Sukea's treet.
CALCUTTA.

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন যে রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পূরের বাসা নিকট আমার দোকানে আডর দিলে আমি ন্যায্য মুল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব॥

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার,
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর
মামারক কাটি

যশোহর জেলার শ্রীধর পুরের উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৪০ টাকা বেতনে এক জন দ্বিতীয় শিক্ষক আবশ্যক॥ বি, এ, পরিক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি সমধিক আদরনীয়॥ যাহারা এল, এ পাস না করিয়াছেন তাহাদের আবেদন নিষ্প্রয়োজন॥ আবেদন কারীর অঙ্ক শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি [illegible]আবশ্যক॥ ১৫ মে পর্য্যন্ত আবেদন পত্র

গৃহীতহইবেক॥

শ্রীধরপূর
যশোহর ২২।৪॥৭১ — শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বসু
সম্পাদক॥

মৎ প্রণীত "ভুগোল বিদ্যাসার" নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নূতন এবং পুরাতন পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমানিত হইতেপারে॥

মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

ভবানিপুর অগ্র বুর বাজার
সুলতান মিস্ত্রীর বারিক
৭ই জানুয়ারি ১৮৭০॥ } শ্রীরজনী কান্ত ঘোষ

ঔষধ

আমার নিকট অবধৌতিক কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনিনিম্ন স্বাক্ষরকারিনিকটনীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মুল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥ ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মূল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন গৃহিনী রোগের ঔষধ এক ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৩ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১টাকা
প্রমেহের পীড়ার তৈল ১ বোতল	৩ টাকা

শ্রীচণ্ডীচরণ গুপ্ত কবিরাজ

শান্তিপুর। বেজপাড়া॥

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক॥ জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংগীত শাস্ত্র॥ প্রথম ভাগ॥

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ২৫টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলেশত করা ১২টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য
অমৃতবাজার

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক কি ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোকে দলিল লিখিবার ক্রটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে ধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইতেছে। মূল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পা ঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তকমুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্ক্ষী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার — নেটিব ডাক্তার॥

এই পত্রিকার

বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ. বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবুদীন নাথ সেন, গোহাটী

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্সাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
যান্মাসিক	৩	১॥০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রতি সংখ্যা	।০	

বিনা অগ্রিম:

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মা[illegible] ৩ টাকা
যান্মাসিক	৪৸০	১॥০
ত্রৈমাসিক	২	৸০

এইপত্রিকায় [illegible]জ্ঞাপন প্রকাশের [illegible]ার নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম [illegible] ও তৃতীয়বার	৴
চতুর্থ ও [illegible]ক বার	[illegible]

পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত [illegible] যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় [illegible] প্রকাশিত হয়।